পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ

রচনায়ঃ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

পবিত্র কুরআর ও সহীহ হাদীসের আলোকে
ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ

রচনায়ঃ
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ
অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Pobitro Quran O Sohih Hadiser Aloke
Imamer Pisone Qirat Pora Nishiddho
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

সুচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দা. বা. এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৫
লেখকের কথা- ৬
আহলে হাদীসগণের দাবী- ৮
তাদের এ বিষয়ে প্রধাণ দলীলসমূহ- ৮
তাদের দ্বিতীয় দলিল- ১০
তাদের তৃতীয় দলিল- ১১
তাদের চতুর্থ দলিল- ১১
তাদের পঞ্চম দলিল-১২
তাদের ষষ্ঠ দলিল- ১৩
তাদের সপ্তম দলিল- ১৩
তাদের অষ্টম দলিল- ১৪
তাদের নবম দলিল- ১৪
রকু পেলেও রাকাত পাবে- ১৫
ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত নিষিদ্ধ- ১৬
প্রথম দলিল- ১৬
দ্বিতীয় দলিল - ১৬
তৃতীয় দলিল- ১৭
চতুর্থ দলিল- ১৭
পঞ্চম দলিল- ১৭
ষষ্ঠ দলিল- ১৭
সপ্তম দলির- ১৮
অষ্টম দলিল- ১৮
নবম দলিল- ১৮
দশম দলিল- ১৯
একাদশ দলিল- ১৯
দ্বাদশ দলিল- ১৯
ত্রয়োদশ দলিল- ১৯
চতুর্দশ দলিল- ২০
পঞ্চদশ দলিল- ২০
ষোড়শ দলিল- ২০
সপ্তদশ দলিল- ২১
অষ্টাদশ দলিল- ২১
ঊনবিংশ দলিল- ২১
বিংশ দলিল- ২২
একবিংশ- ২২
দ্বাবিংশ- ২২
ত্রয়োবিংশ- ২৩
চতুর্বিংশ- ২৩

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

"আল্লামা শাহ আহমদ শফি" দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

নামাযের বৈশিষ্ট বিষয়াবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, "ইমামের পিছনে ক্বিরাত"। কুরআন হাদীস ও ফিকহ গবেষণা করলে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়বে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।"[১] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. "যখন ইমাম কিরাত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে"।[২] এ সকল বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে ক্বেরাত পাঠ করবে না। কুরআন হাদীস গবেষণা করেই ফকীহগণ বলেছেন- মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করবে না। অথচ এ দলিলগুলো স্বচক্ষে দেখেও একে উপেক্ষা করে বলা হচ্ছে, "যে সকল মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়ে না, তাদের নামায় সঠিক নয়।" কথাটি ভুল। বরং না পড়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ রয়েছে।

মাশা আল্লাহ আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- **'সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়া নিষিদ্ধ'** নামাক বইটি রচনা করেছে। এটি দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়া ও না পড়া বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহমদ শফী

১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী

[১]. সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪

[২]. মুসলিম ২/১৫ হা. ৯৩২ নামায অধ্যায়, নামাযে তাশাহহুদ পরিচ্ছেদ।

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

সত্য বলতে কি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বেশে ইসলামের শত্রুদের আগমন ঘটে। কেউ সরাসরি ইসলাম বিরোধী। আবার কেউ ইসলামের লেবেল ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি করে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিশ্বে তাদেরই একটি গ্রুপ লা মাযহাবীগণ আহলে হাদীস নাম ধারণ করে হাদীসের বিশ্বেষণ ছাড়াই হাদীসের নামে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে যারা অজ্ঞ। তাদেরকে বিভিন্নভাবে বিপথগামী করে ফেলছে। নামায নষ্ট করা হল তাদের মূল কাজ। তাই হাদীসে বর্ণিত ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া নিষিধ হওয়া সত্বেও হাদীস না বুঝে ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নামায নষ্টের পাঁয়তারা করছে।

আমি আশা করি আমার ছোট ভাই তরুণ আলেম যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে **"পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ"** কিতাবটি রচনা করে একটি উপযুক্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে।

আমি লেখকের খেদমত কবুলের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে কবুল করে নেন।

অহিদুর রহমান
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
০১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
রাত ৮:৩৫ মিনিট

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমণিত, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে না। নামাযের কেরাত আস্তে হোক বা জোরে হোক।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এর কাছে ইমামের সাথে কিরাতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাত নেই।[৩]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কেরাত তার জন্য কেরাত।[৪] হাদীসটি সহীহ।

হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদিগণের জন্য ক্বেরাত পড়া আবশ্যক নয়। এমনকি ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য ক্বেরাত পাঠ নিষিদ্ধ।

অথচ আহলে হাদীস বন্ধুগণ এ সকল হাদীসের প্রতি দৃষ্টি না করে বা ভুল ব্যখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ মাফ করুন।

বইটিতে আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। এবং তাদের দলিলের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের আমলের পক্ষে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ও তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করি সকলের জন্য উপকৃত হবে।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

অকিল উদ্দিন

১৮ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরী, ৩০অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী, সন্ধ্যা ৬:৪৮ মিনিট

---

[৩] . মুসলিম ২/৮৮ হা. ১৩২৬ মসজিদ অধ্যায়, তেলাওয়াতে সিজদা পরিচ্ছেদ।

[৪] . শরহু মাআনিল আসার ১/২১৭ হা. ১১৯২ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য; যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

ইংরেজ সৃষ্ট ফেরকা তথাকথিত "আহলে হাদীস" নামধারী কিছু সংখ্যক লোক যে মতভেদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেরিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যুগেই বিদ্যমান। এর কোন চুড়ান্ত সুরাহা সাহাবায়ে কেরামের যুগে হয়েছে বা হয়নি। তারা এ সকল বিষয়গুলি নিয়ে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়। সরলমনা মুসলমানকে বিভিন্ন অপকৌশলে তাদের সহীহ আমলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের বিজ বপন করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার পাঁয়তারা করে। অথচ তাদের আমল পরিপূর্ণ শরীয়ত কর্তৃক কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক সঠিক আমল। তারপরও তাদেরকে একমাত্র বিভ্রান্ত করাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মুসলিমকে সহীহ হাদীসের নামে শরয়ী আমল থেকে বিরত রাখা এবং কিছু হাদীস মেনে কিছু হাদীসকে অস্বীকার করে ঈমানহারা করার এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য চক্রান্ত মাত্র। আল্লাহর পানাহ। তাদের অপপ্রচারের এটাও একটি যে, "মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা বা কেরাত পড়তে হবে। না পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না।" অথচ তাদের এ কথাটা কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী, অপপ্রচার ও মিথ্যাচার। এটা সাধারণ মুসলিমকে বিভ্রান্তকরণ বক্তব্য মাত্র। এর কারণে জনমনে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের সৃষ্ট হয়েছে। তবে তাদের আমলগুলির কি অবস্থা? আর আমলগুলি কুরআন হাদীস মোতাবেক না হলে তা অগ্রহণযোগ্য। তথাকথিত আহলে হাদীস এ ধরণের বক্তব্য প্রদান করে চলেছে। কিন্তু গবেষণা করলে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পড়বে না।

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফিগণ কুরআন হাদীস গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করবে না। বরং নিশ্চুপ থাকবে।

বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সহ কয়েকটি মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। আর সেখানেও

অনেকে অসত্য ও ভুল বক্তব্য দিয়ে চলেছে। অবস্থা দেখে মনে হয় যে, তথাকথিত আহলে হাদীস গ্রুপের জন্ম সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করা, জনসাধারণকে ভুল বক্তব্য প্রদান করে সহীহ আমল থেকে বিকিয়ে আনায় তাদের মূল উদ্দেশ্য। আর এটি বাস্তবেও তাই। সে কারণে বিষয়টি নিয়ে সামান্য কিছু লেখার ইচ্ছা করেছি। মহান আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দান কারী। প্রথমেই আলোচনা করা আবশ্যক বলে মনে করছি যে, মুসল্লি তথা নামায আদায়কারী তিন ভাগে বিভক্ত। ১. ইমাম ২. মুক্তাদি ৩. একাকি নামায আদায় কারী।

প্রত্যেকের জন্যই কিছু কিছু আলাদা নিয়মাবলী রয়েছে। যেমন ইমামের জন্য জোরে তাকবীর বলতে হয়। মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে কেরাত আদায় করতে হয় না। একাকি নামায আদায়কারীর জন্য কেরাত পড়তে হয় ইত্যাদি। তবে যেহেতু এখানের মূল বিষয় হল ইমামের পিছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা তথা কেরাত পড়া নিয়ে আলোচনা, তাই সে বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীসগণের দাবী-

ইমাম ও মুক্তাদির সকলের জন্য সকল প্রকার সালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।[৫]

তাদের এ বিষয়ে প্রধান দলীলসমূহ-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায হল না।[৬]

প্রথমতঃ হাদীসটিতে ইমাম মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া "ফরয" হওয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ বহন করে না। কেননা হাদীসে কোথায়ও ***"ইমাম ও মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া ফরয"*** এমন কথা বলা নেই।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া বা সুরায়ে ফাতেহা পড়ার দলিল দেয়া যায় না। কেননা উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত

---

[৫]. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৪ ছালাতের বিবরণ, ৫. (ক) সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার দলীল সমূহ-

[৬]. বুখারী শরীফ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ আযান অধ্যায়, কেরাত ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।
মুসলিম ২/৮ হা. ৯০০ নামায অধ্যায়, প্রতি রাকাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. থেকে আরেকটি সহীহ সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, এই হাদীসের সনদ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ করল না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৭] হাদীসটি সহীহ।

হাদীসে বর্ণিত,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ করল না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৮]

হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফয়ান বলেন-

لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ.

হাদীসটি কেবলমাত্র একাকী নামায আদায়কারীর জন্য।[৯]

এ হাদীসটি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বর্ণনা যে, ***সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ করবে না।*** এটি ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রজোয্য।

এছাড়াও হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. এর হাদীস

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায হল না।[১০]

এর ব্যখ্যায় হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إذا كان وحده

[৭]. আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[৮]. আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[৯]. আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[১০]. আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।

واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ.

قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أن هذا إذا كان وحده

হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস "যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায হল না।" এটি যখন একা হবে।

তিনি হযরত জাবের রাযি. এর হাদীস "যে ব্যক্তি এমন রাকাত পড়েছে যাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি, অবশ্য সে যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে থাকে তবে নামায শুদ্ধ হয়েছে।" দ্বারা দলিল দিয়েছেন।

হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস "যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায হল না।" এর অর্থ করেছেন । হাদীসটি হল, যখন নামাযী ব্যক্তি একা হবে। অর্থাৎ মুনফারিদ তথা একাকি নামায আদায়কারী হবে। হাদীসটি তখন প্রযোজ্য হবে।[১১]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- এই হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার দলিল দেয়া যায় না।[১২]

তাদের দ্বিতীয় দলিল-

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযের মধ্যে সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি।[১৩] আল্লামা নিমাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৪]

হাদীসটি দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী বা ইমামের জন্য প্রজোয্য। কেননা উপরোক্ত বর্ণিত হাদীসে এসেছে- আমরা যেন নামাযের মধ্যে "সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি"। যেহেতু আহলে হাদীসগণের দাবী মুক্তাদির জন্য শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা

[১১] . তিরমিযি ২/১১৮ হা. ৩১২ নং আলোচনা নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত না পড়া পরিচ্ছেদ।
[১২] . আসারুস সুনান ১১৮ হা. ৩৫২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।
[১৩] . আবু দাউদ শরীফ ১/৩০০ হা. ৮১৮ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[১৪] . আসারুস সুনান পৃ. ১১৭ হা. ৩৫০ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।

পড়া অতিরিক্ত কেরাত নয়। অতএব তাদের দাবী অনুসারেও তাদের উপস্থাপিত দলিলও তাদের দাবীর প্রমাণ দেয় না।

তাদের তৃতীয় দলিল-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِىَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন ঘোষণা করে দেয়, সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে কুরআনের কিছু অংশ না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবে না।[১৫] হাদীসটি সহীহ।

এ হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণিত যে, তা একাকী নামায আদায়কারী বা ইমামের জন্য প্রজোয্য। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, " সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে কুরআনের কিছু অংশ না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবে না" এটিও আহলে হাদীসের দাবী মোতাবেক মুক্তাদির জন্য শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল হয় না।

তাদের চতুর্থ দলিল-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ. قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা রাসুল সা. এর সাথে ফজরের নামাযের জামাতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তার পাঠ তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করেছ। আমরা বলি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সুরা ফাতেহা ব্যতিত অন্য কিছু পাঠ করবেনা। কেননা যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বে না, তার জন্য নামায হবে না।[১৬] হাদীসটি যয়ীফ। হাদীসটি ইলাল তথা ত্রুটিযুক্ত।[১৭]

[১৫]. আবু দাউদ ১/৩০১ হা. ৮২০ নামায অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।

[১৬]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৩ হা. ৮২৩ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়া পরিচ্ছেদ।

[১৭]. আসারুস সুনান ১২০ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

তাদের পঞ্চম দলিল-

عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ نَافِعٌ أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِى نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ « هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ ». فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ « فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِى يُنَازَعُنِى الْقُرْآنُ فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ».

হযরত নাফে ইবনে মাহমুদ হতে বর্ণিত, হযরত নাফে বলেন, একদা আমরা উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. বিলম্বে ফজরের নামাযের জামাতে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় মুয়াযি্যন আবু নুয়াইম রহ. তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। তখন আমি এবং উবাদা ইবনে সামেত রাযি. উপস্থিত হয়ে আবু নুয়াইমের পিছনে ইকতিদা করি। এই সময় আবু নুয়াইম উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা রাযি. সুরা ফাতেহা পাঠ করেন। নামাযান্তে আমি উবাদা রাযি. কে বলি আবু নুয়াইম যখন উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলেন, তখন আপনাকেও সুরা ফাতেহা পাঠ করতে শুনি- এর হেতু কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি পাঠ করেছি। একদা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ওয়াক্তের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন। যার মধ্যে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করতে হয়। বর্ণনাকারী বলেন- রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাত পাঠের সময় আটকে যান। অতপর নামাযান্তে তিনি সমবেত মুসল্লিদের লক্ষ করে বলেন, আমি যখন উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলাম। তখন কি তোমরাও কেরাত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হ্যাঁ আমরাও কেরাত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনো করবেনা। তিনি আরো বলেন, কেরাত পাঠের সময় যখন আমি আটকে যায়, তখন আমি এইরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কেরাত পাঠ করি, তখন তোমরা সুরা ফাতেহা ব্যতিত অন্য কিছু পাঠ করবে না।[১৮] হাদীসটি যয়ীফ।

[১৮] . সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৪ হা. ৮২৪ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়া পরিচ্ছেদ।

তাদের ষষ্ট দলিল-

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى بِأَصْحَابِه فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِه فَقَالَ : أَتَقْرَءُونَ فِى صَلاَتِكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ. فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى نَفْسِه.

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন, নামায শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, অতপর বললেন, তোমরা কি নামাযে কেরাত পড়েছ? অথচ ইমাম কেরাত পড়ছেন। অতপর তারা চুপ থাকল, এভাবে তিন বার বললেন, তারপর একজন বা সকলে বললেন হ্যাঁ আমরা অবশ্যই করি। (কেরাত পাঠ করি)। তিনি বললেন এখন আর করবে না। তোমাদের কেউ মনে মনে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে।[১৯]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন-

وَقَدْ قِيلَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

আবু কিলাবা হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস অসংরক্ষিত।[২০]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী রহ. ইলালযুক্ত বলেছেন। এই পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস অসংরক্ষিত।[২১]

তাদের সপ্তম দলিল-

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالُوا : إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي نَفْسِه.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সম্ভবত তোমরা নামাযে কেরাত পড়? অথচ ইমাম কেরাত পড়ছেন। এভাবে তিন বার বললেন, সকলে বলল হ্যাঁ আমরা অবশ্যই

---

[১৯] . আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, জেহরী নামাযে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।
কেরাত খালফাল ইমাম-বুখারী ১/১৬১ হা. ১৫৬ ইমামের পিছনে কেরাত জোরে পড়বে না পরিচ্ছেদ।
তোমরা কি নামাযে কেরাত পড়বে? অথচ ইমাম কেরাত পড়ে।
সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ হা. ১৩০৩ নামায অধ্যায়, তাতবীক রহিত পরিচ্ছেদ।

[২০] . আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, জেহরী নামাযে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।

[২১] . আসারুস সুনান ১২৫ হা. ৩৫৫ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাম পরিচ্ছেদ।

করি। (কেরাত পাঠ করি)। তিনি বলেন এখন আর করবে না, তোমাদের কেউ মনে মনে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে।[২২]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন-হাদীসটি যয়ীফ।[২৩]

তাদের অষ্টম দলিল-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি নামায পড়ল, অথচ সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটি তিন বার বলেছেন।[২৪]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- এই হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার দলিল দেয়াতে অনেক সমস্যা রয়েছে।[২৫] সুতরাং এটি দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না।

তাদের নবম দলিল-

আহলে হাদীস বলেন, সূরা ফাতেহা কুরআন নয়।
মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

আমি আপনাকে বারবার পাঠিত আয়াত ও মহান কুরআন দিয়েছি।[২৬]
এখানে سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي দ্বারা সুরা ফাতেহা বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন থেকে সুরা ফাতেহাকে আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও সুরা ফাতেহা এক নয় ও কুরআনের অংশ নয়।
উত্তরঃ- আমরা যদি আহলে হাদীসের যুক্তি কিছুক্ষণের জন্যও মেনে নেয় যে, সুরা ফাতেহা কুরআনের অংশ নয়। নাউযুবিল্লাহ। তবে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ "এই কিতাব তথা কুরআনে কোন প্রকার সন্দেহ নেয়।[২৭] তবে কি সুরা ফাতেহাতে সন্দেহ বিদ্যমান? কেউ সুরা ফাতেহা

---

[২২]. মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৬ হা. ১৮০৯৫ মুসনাদে শামীয়্যীন, রাসুল সা. এর সাহাবীর একজন ব্যক্তির হাদীস। আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।
[২৩]. আসারুস সুনান ১২৬ হা. ৩৫৬ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।
[২৪]. মুসলিম ২/৮ হা. ৯০৪ নামায অধ্যায়, প্রতি রাকাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।
[২৫]. আসারুস সুনান ১১৮ হা. ৩৫২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।
[২৬]. সরা হিজর আয়াত ৮৭।
[২৭]. সুরা বাক্বারা আয়াত ২।

অস্বীকার করলে সে কাফের হবে না? নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে। অতএব সুনিশ্চিত সুরা ফাতেহা কিতাব তথা কুরআনের অংশ। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে জুযকে কুলের সাথে আতফ করা হয়েছে। সুরা ফাতেহাকে পৃথক করে তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট বুঝানো হয়েছে।[২৮] সুতরাং সুরা ফাতেহাকে কুরআন নয় বলার কোন সুযোগ নেয়।

সুতরাং একথা স্পষ্ট বর্ণিত হল, আহলে হাদীসগণ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া বিষয়ে যে সকল দলিল পেশ করে থাকেন, তা দ্বারা মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া অবশ্যক বলেও প্রমান হয়না। বরং তা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বেনা।

রুকু পেলেও রাকাত পাবে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফীগণ বলেন- মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পড়বে না। বরং ইমামের কেরাত শ্রবণ করবে।

মুক্তাদির জন্য কেরাত ফরয বা জরুরী হলে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন বর্ণনা পাওয়া যেত না। কেননা কোন মুক্তাদি ইমামকে রুকুতে পেলে সে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের রাকাত পেল সে নামাযও পেল।[২৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ. هذا حديث صحيح.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিঠ সোজা করার পূর্বেই রাকাত পেল, সে ঐ রাকাতও পেল।[৩০] হাদীসটি সহীহ।

---

[২৮]. রুহুল মাআনি ১০/৬৮ সুরা হিজর।

[২৯]. সহীহ মুসলিম ২/১০২ হা. ১৪০২ নামাযের স্থান অধ্যায়, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে ঐ রাকাতও পেল পরিচ্ছেদ।

[৩০]. সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৪৫ হা. ১৫৯৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো এবং এ বিষয়ের সুন্নাতগুলির পরিচ্ছেদসমষ্টি, ইমামের রুকুতে মুক্তাদির রাকাত পাওয়ার আলোচনা পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তোমরা নামাযে এসে আমাদেরকে সিজদায় পেলে সিজদা করে নাও। তবে একে রাকাত হিসেবে গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি রাকাত তথা রুকু পেল সে নামায পেয়েছে বলে গণ্য হবে।[৩১]
আল্লামা হাকেম নিসাপুরী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৩২]
সুতরাং এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মুক্তাদিগণের জন্য কেরাত পড়া ফরয নয়। কেননা যে ব্যক্তি রুকু পেল সে ইমামের পিছনে কেরাতহীন হওয়ার পরও সে ঐ রাকাত পেল। অতএব মুক্তাদির জন্য কেরাত তথা সুরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত নিষিদ্ধ

নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষেধ। নামাযে কেরাতে জাহরী তথা ফজর, মাগরীব, ইশা হোক বা কেরাতে সিররী তথা যোহর আসর যাই হোক না কেন, তাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদি কেরাত পড়বে না।
যে সকল বর্ণনা দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ। তা বর্ণনা করছি।

প্রথম দলিল-

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।[৩৩]

দ্বিতীয় দলিল-

আয়াতটি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাফসীর হলো-

{وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ} فِيْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ {فَاسْتَمِعُوْا لَهُ} إِلَى قِرَاءَتِه {وَأَنصِتُوا} لِقِرَاءَتِه.

(যখন কোরআন পাঠ করা হয়) ফরয নামাযে (তখন তা শ্রবণ কর) কেরাত পাঠ করা পর্যন্ত (এবং নিশ্চুপ থাক) কেরাতের জন্য।[৩৪]

---

[৩১]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩৩১ হা. ৮৯৩ নামায অধ্যায়, ইমামকে সিজদায় পেলে কি করবে? পরিচ্ছেদ।
[৩২]. আল মুস্তাদরাক ১/৪০৭ হা. ১০১২ নামায অধ্যায়, আমীন পরিচ্ছেদ।
[৩৩]. সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪

তৃতীয় দলিল-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا يَعْنِيْ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার কথা (যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন কান লাগিয়ে শ্রবন কর এবং নিশ্চুপ থাক) অর্থাৎ ফরয নামাযে।[৩৫]

চতুর্থ দলিল-

عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ قَالَ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ فِيْ الصَّلَاةِ.

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন- সকলে এক্যমত যে এই আয়াতটি নামাযের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।[৩৬]

সুতরাং উপরোক্ত কোরআনের আয়াত ও তাফসীর থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হল যে, নামাযে কোরআন পাঠ করা হলে তা মুক্তাদিগণ শ্রবণ করবে। আর আয়াতটিও নামাযের বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পঞ্চম দলিল-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَسَمِعَ أُنَاساً يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَمَا آنْ لَّكُمْ أَنْ تَفْهَمُوْا أَمَا آنْ لَّكُمْ أَنْ تَعْقِلُوْا { وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنصِتُواْ } كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى.

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তার সাথিদেরকে নিয়ে নামায পড়ালেন, তখন তিনি তার পিছনে কিছু মানুষের কেরাত পড়া শুনতে পেলেন, নামায শেষে বললেন, এটা কি তোমরা বুঝোনা? যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তা কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক।[৩৭]

ষষ্ঠ দলিল-

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا.

---

[৩৪]. তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে ইব্বাস ১/১৮৬ সুরা আরায় আয়াত ২০৪।

[৩৫]. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫৩৭ সুরা আরাফ আয়াত ২০৪।

[৩৬]. শরহে আবু দাউদ, আইনী ৩/৫০৪ নামায অধ্যায়, নামাযে ফাতেহা পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[৩৭]. তাফসীরে রুহুল মাআনী ৬/৪৯৪ সুরা আরাফ আয়াত ২০৪।

হযরত আবু মুসা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায শিখিয়েছেন। যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের কাউকে ইমাম বানাবে। যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।[৩৮] হাদীসটি সহীহ।

সপ্তম দলিল-

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِى وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. فَقَالَ هُوَ عِنْدِى صَحِيحٌ.

আবু বকর সুলায়মানকে প্রশ্ন করলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস কেমন? তিনি বললেন, সহীহ অর্থাৎ এ হাদীস "যখন ইমাম কিরাত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে" নিঃসন্দেহে সহীহ।[৩৯]

অষ্টম দলিল-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে।[৪০] হাদীসটি সহীহ।

নবম দলিল-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে। যখন তিনি বলবেন গায়রিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালাযযো'ল্লীন, তখন তোমরা বলবে আমীন।[৪১] হাদীসটি সহীহ।

---

[৩৮]. মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৫ হা.১৯৭৩৮ মুসনাদে কূফীয়্যীন, হাদীসে আবী মুসা আল আশআরী।

[৩৯]. মুসলিম ২/১৫ হা. ৯৩২ নামায অধ্যায়, নামাযে তাশাহহুদ পরিচ্ছেদ।

[৪০]. মুসনাদে আহমাদ ২/৪২০ হা. ৯৪২৮ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মুসনাদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা।

[৪১]. সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭৬ হা. ৮৪৬ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদিগণ চুপ থাকবে।

দশম দলিল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে। যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তখন আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।[৪২] হাদীসটি সহীহ।

একাদশ দলিল-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাত তার জন্য কেরাত।[৪৩] হাদীসটি সহীহ।

দ্বাদশ দলিল-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কে প্রশ্ন করা হত, ইমামের পিছনে কি কেউ কেরাত পাঠ করবে? তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তখন ইমামের কেরাতই যথেষ্ট। আর যখন একা নামায পড়বে কেরাত পাঠ করলে করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. নিজেও কেরাত পাঠ করতেন না।[৪৪]

ত্রয়োদশ দলিল-

عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ لَا.

---

৪২. সুনানে নাসায়ী ২/১৪১,১৪২ হা. ৯২১,৯২২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, আল্লাহর কথা যখন কোরআন পড়া হয়. . . . . পরিচ্ছেদ।

৪৩. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৭ হা. ১১৯২ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত।

৪৪. মুআত্তা মালেক হা. ১৯২ ইমামের পিছনে কেরাত পড়া হতে বিরত থাকা।

হযরত আবু হামযাহ রহ. বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার সামনে ইমাম থাকতে আমি কেরাত পড়ব? অতপর তিনি বলেন, না।[৪৫]

চতুর্দশ দলিল-

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِيْ كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ. وَقَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ.

হযরত আবু দারদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ! প্রত্যেক নামাযেই কি কোরআন তথা কেরাত আছে? তিনি বলেন হ্যাঁ। অতপর একজন আনসার ব্যক্তি বলল তা ওয়াজিব। বর্ণনাকারী বলেন আবু দারদাহ রাযি. বলেন, আমি মনে করি যখন ইমাম দলের ইমামতি করে তখন ইমামই তাদের জন্য যথেষ্ট।[৪৬]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ হাসান।[৪৭]

পঞ্চদশ দলিল-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِى شَىْءٍ.

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এর কাছে ইমামের সাথে কিরাতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাত নেই।[৪৮]

ষোড়শ দলিল-

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُوْا لَا تَقْرَؤُوْا خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ.

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. কে জিজ্ঞেস করেন

---

৪৫. শরহু মাআনিল আসার ১/২২০ হা. ১২১৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

৪৬. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৬ হা. ১১৮৭ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

৪৭. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৭২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

৪৮. মুসলিম ২/৮৮ হা. ১৩২৬ মসজিদ অধ্যায়, তেলাওয়াতে সিজদা পরিচ্ছেদ।

অতপর তারা বলেছেন, তোমরা ইমামের পিছনে কোন নামাযে কেরাত পাঠ করবেনা।[৪৯] আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫০]

সপ্তদশ দলিল-

عَنْ أَبِيْ نَعِيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.

হযরত ওহব ইবনে কায়সান থেকে বর্ণিত, তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে ব্যক্তি এমন রাকাত পড়েছে যাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি, অবশ্য সে যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে থাকে, তবে নামায শুদ্ধ হয়েছে।[৫১]

আল্লমা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫২]

অষ্টাদশ দলিল-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقِرَاءَةَ.

হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে কেরাত পাঠ করতেন। অতপর তিনি বলেন, তোমরা আমার উপর কেরাত মিলিয়ে দিয়েছ।[৫৩]

আল্লমা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ হাসান।[৫৪]

ঊনবিংশ দলিল-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا. فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন, এক ব্যক্তি তার পিছনে সুরা সাব্বিহিসমা

---

[৪৯]. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২১১ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

[৫০]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৪ হা. ৩৬৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[৫১]. মুআত্তায়ে মালেক হা. ১১৩ নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

[৫২]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৪ হা. ৩৬৬ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[৫৩]. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৭ হা. ১১৯১ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত।

[৫৪]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩২ হা. ৩৬৩ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

রাব্বিকাল আ'লা সুরা পাঠ করল। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে সুরা পাঠ করেছে? লোকটি বলল আমি। তিনি বললেন, আমি অনুমান করেছি তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে পাঠ ছিনিয়ে নিয়েছে।[৫৫]

বিংশ দলিল-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَة جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَة فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنفًا. فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أُنَازَعُ الْقُرْآنَ. قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَة مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيه النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَة مِنَ الصَّلَوَات حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ.

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহরী নামাজ শেষে জিজ্ঞাসা করলেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি? যে আমার সাথে ক্বেরাত পাঠ করেছ। এক ব্যক্তি বলল হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি পাঠ করেছি। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই বলি আমার ক্বেরাতে কেন বিঘ্নতা হচ্ছে? একথা শোনার পর থেকে লোকেরা (সাহাবায় কেরাম) জাহরী নামাযে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ক্বেরাত পড়া থেকে বিরত থাকল।[৫৬] হাদীসটি সহীহ।

একবিংশ দলিল-

قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ.

হযরত মা'মার ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন- লোকেরা বিরত থাকল।[৫৭]

দ্বাবিংশ দলিল-

عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِأَصْحَابه صَلاَةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ. فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا. قَالَ إِنِّيْ أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ.

---

[৫৫]. সহীহ মুসলিম ২/১১ হা. ৯১৪ নামায অধ্যায়, মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষেধ।

[৫৬]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৫ হা. ৮২৬ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত জোরে পড়লে সুরা ফাতেহা পড়া অপসন্দ পরিচ্ছেদ।

[৫৭]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৬ হা. ৮২৭ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত জোরে পড়লে সুরা ফাতেহা পড়া অপসন্দ পরিচ্ছেদ।

হযরত আবু উকায়মা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে বলতে শুনেছি যে, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে নামায আদায় করলেন, আমাদের ধারণা এটি ফজরের নামায ছিল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের থেকে কেউ কি কেরাত পাঠ করেছে? একজন ব্যক্তি বললেন, আমি। তিনি বললেন, আমার কি হলো যে, আমার কেরাত পাঠে বিঘ্ন হচ্ছে!।[৫৮]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেছেন- হাদীসটি সহীহ।[৫৯]

ত্রয়োবিংশ দলিল-

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِيْ الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيْكَ ذَالِكَ الْإِمَامُ.

হযরত ওয়ায়েল রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, কেরাতের জন্য চুপ থাকো। কেননা নামাযে ব্যস্ততা রয়েছে। আর তোমার জন্য উক্ত ইমামই যথেষ্ট।[৬০]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬১]

চতুর্বিংশ দলিল-

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَيْتَ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِيءَ فُوْهُ تُرَابًا.

হযরত আলকামা রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ে, তার মুখে মাটি পূর্ণ করা হোক।[৬২]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।[৬৩]

অতএব উপরোক্ত হাদীসগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ।

---

[৫৮]. সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭৬ হা. ৮৪৮ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদিগণ চুপ থাকবে।

[৫৯]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩১ হা. ৩৬১ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে১জেহরী নামাযে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[৬০]. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২০৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

[৬১]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৬৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[৬২]. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২০৯ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

[৬৩]. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৭০ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

আশা করি এই পুস্তিকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের দ্বারা প্রসারিত "মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া" বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মাঝে ফিতনার প্রচার বন্ধ এবং তাদের সন্দেহ নিরসনে ভুমিকা রাখবে।

আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক বুঝার ও সত্য সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই,চট্টগ্রাম।
১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
১৭ জিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী
রাত ৮: ৫৮ মিনিট।